দৈনিক
সিলেটের ডাক
www.sylheterdakbd.com
THE DAILY SYLHETER DAK

পোশাক শিল্পের জন্য প্রবাসী নতুন প্রজন্ম দিতে পারে নতুন পথের সন্ধান

শাহ সুহেল আহমদ ●

সিলেট অঞ্চলের প্রবাসী নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চায় নতুন উচ্চতায়। তাঁদের এই আকাংখার হাত ধরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এগিয়ে যেতে পারে অনেক দূর। শুধু বিনিয়োগ বা উৎপাদন নয়, তৃতীয় প্রজন্মের সফল প্রবাসীরা ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য বিশ্ব বাজারে গড়ে দিতে পারে বিশ্বমানের ব্রান্ডের স্থায়ী ভিত্।

প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল সিলেট। বিশ্বজুড়ে প্রবাসীর সিংহভাগই সিলেট অঞ্চলের। কিন্তু একমাত্র যুক্তরাজ্য ছাড়া সিলেটের প্রবাসীদের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টারের পরিসংখ্যান মতে, খোদ যুক্তরাজ্যেই ১০ লাখ বাংলাদেশী প্রবাসী রয়েছেন, যার ৯৫ শতাংশ সিলেটী। জনশক্তি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বলছে, সিলেটের প্রবাসীদের নিয়ে আলাদা কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ এর সিলেট জোনের হিসেব মতে, সিলেটের মোট প্রবাসীর শতকরা ৪৫ ভাগ যুক্তরাজ্যে, ১০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে, ১০ ভাগ সৌদি আরবে, ৫ ভাগ সংযুক্ত আরব আমিরাতে, ৫ ভাগ ওমানে, ৪ ভাগ ইতালি, ২ ভাগ বাহরাইনে, ২ ভাগ কানাডা, ১ ভাগ সিঙ্গাপুরে, ১ ভাগ দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং ১৫ ভাগ বিশ্বের অন্যান্য দেশে অবস্থান করছেন। ●২-এর পৃ. ৪ ক. দেখুন

পাশাক শিল্পের জন্য

(শেষ পৃ. পর)

ক্তরাষ্ট্রে এখনও যথেষ্ট ভাল অবস্থানে য়ছে বাংলাদেশী পোশাক। পোশাক নার আগে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' জেন আমেরিকানরা। তবে সম্প্রতি ক্তরাষ্ট্রের পোশাক রপ্তানির বাজারে াংলাদেশকে টপকে ওপরে ওঠে গেছে ানেশিয়া। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ াশাক রপ্তানিতে এখন চতুর্থ অবস্থানে। বাজার হিস্যা দাঁড়িয়েছে ৬.৫ শতাংশ। গত ফেব্রুয়ারি শেষে এ অবস্থান ছিল তৃতীয়। জুন শেষে তৃতীয় অবস্থানে ওঠে এসেছে ইন্দোনেশিয়া। দেশটির বাজার হিস্যা হয়েছে ৬.৬ শতাংশ।'

জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ.কে আব্দুল মোমেনের মতে, একক রাষ্ট্র হিসেবে রফতানি আয়ের ২৩ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি কমার কারণ হিসেবে তিনি শুল্ক করের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এলডিসি (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি) ভুক্ত দেশ হওয়া সত্বেও রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে ১৬ ভাগ থেকে ৩২ ভাগ পর্যন্ত শুল্ককর দিতে হয়।'

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী উদ্যোক্তা মোস্তফা কামাল জানান, ভারত বড় আকারে এ বাজারে ঢোকার কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়েছে। আর ভিয়েতনামে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে সেখানকার পোশাক পণ্যে বৈচিত্র্য এনেছে। ভিয়েতনাম আমেরিকার বাজারে গত ছয় মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রফতানি প্রবৃদ্ধি করেছে ১৫.৫ শতাংশ।

যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত সিলেটী প্রবাসী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের পোশাকের জন্য যুক্তরাজ্যকে অনেক বড় বাজার মনে করেন। যুক্তরাজ্যে প্রায় ১৭ বছর গার্মেন্টস শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন সিলেটের প্রবাসী বিনিয়োগকারী মজির উদ্দিন। সেখানে তার মালিকানাধীন মডার্ণ নিটস লিমিটেড ও সিডব্লিউ টেক্সটাইল নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল। দুটিই এখন বন্ধ। তিনি বলেন, 'এখন বাংলাদেশসহ অন্যান্যদেশ থেকে পোশাক আনতেই ব্রিটিশদের আগ্রহ বেশি।'

সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি লায়েছ উদ্দিন বলেন, 'যুক্তরাজ্যের বাজারে বাংলাদেশী পোশাককে আরও সমাদৃত ও প্রসারিত করে তুলতে হলে সিলেট কেন্দ্রিক গার্মেন্টস গড়ে তুলতে হবে।' তিনি বলেন, 'যুক্তরাজ্যে ১০ লাখ বাঙালির ৯৫ ভাগই যদি সিলেটী হয়ে থাকেন, তবে সেখানে সিলেটে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকবে বেশি।'

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, 'খুব বড় বাজার না হলেও সিলেটের সাতকরা লন্ডনে একটি ব্রান্ড হয়ে গেছে।' প্রবাসে সিলেটী উদ্যোক্তাদের অন্যতম ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি সাঈদ চৌধুরীর মতে, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী প্রবাসীদের যারা পোশাক খাতের সাথে সম্পৃক্ত তাদের সাথে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের ঘনিষ্টভাবে সমন্বয় করতে হবে।

তবে,প্রবাসী ব্যবসায়ী নেতা মনির আহমদ অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানান, যুক্তরাজ্যের দু'টি বড় মার্কেট ওয়েব উল ও গ্রীণ স্ট্রিট। দু'টি মার্কেটের একটি দোকানেও বাংলাদেশী পোশাক রাখা হয় না। বাংলাদেশ থেকে নেয়া পণ্যের গুণগত মান নিয়ে প্রতারণার জন্য এ দুটি মার্কেটের দোকানীরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাংলাদেশের পোশাক খাতকে বিশ্বের সেরা পণ্যে রূপান্তর করা সম্ভব এ অভিমত জানিয়ে ইউকে-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স নেতা আজাদ আলী বলেন, 'বিদেশের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক খাতের অবস্থান ভাল রাখতে হলে সার্বিকভাবে দেশের এবং বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পের পরিবেশ উন্নত করতে হবে, যাতে এসব নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণার সুযোগ না থাকে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিদেশে বাংলাদেশের পোশাকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে চীন, ভারত ও ভিয়েতনাম। কোনো কারণে বাংলাদেশের পোশাক খাত বাধাগ্রস্ত হলে এই দেশগুলোই তার সুবিধা পাবে। গার্মেন্টস শিল্প সম্পূর্ণ ক্রেতা নির্ভর শিল্প। এসব ক্রেতাদের কাছে অর্থের চেয়ে সময়ের দাম বেশি। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকলে পোশাক সরবরাহে বিলম্ব হয়। এতে ক্রেতারা অন্য দেশে চলে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে সাভারের রানা প্লাজা, তাজরীন ফ্যাশনসহ বড় কয়েকটি ঘটনা গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দিয়েছে।

এর পাশাপাশি নতুন বাজার অনুসন্ধানও জরুরী হয়ে পড়েছে। দুবাই-কুয়েতসহ বিভিন্ন দেশের বায়িং হাউজের সাথে জড়িত সিলেটী প্রবাসী বিনিয়োগকারী ড. ওয়ালী তহুর উদ্দিন জানান, এসব দেশে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়াই এগুচ্ছেন। দু'একটি দেশের পেছনেই তাদের দৃষ্টি। মধ্যপ্রাচ্যের মতো দেশগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কদর বাড়াতে নতুন ব্যবসায়িক কৌশল নিয়ে এগুনো দরকার।

সূত্রগুলো শুধু যুক্তরাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরেই বলছে, যুক্তরাজ্যে সিলেটী প্রবাসীদের মালিকানাধীন ১৬ হাজার রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এসব রেষ্টুরেন্টের কর্মকর্তা-কর্মচারিরসিংহভাগই সিলেটী। কিন্তু রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে জড়িত এসব ব্যবসায়ী এখন নতুন ব্যবসা খুঁজছেন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম, তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি বলে পরিচিত যারা তারা রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এই প্রজন্মকে পোশাক খাতে সম্পৃক্ত করতে পারলে এরাই বাংলাদেশী পোশাককে বিশ্বমানের ব্রান্ডে নিয়ে যেতে পারবে।

সিলেটী অনেক প্রবাসী বিভিন্ন দেশের মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন। কেউ কেউ সেখানে কমিউনিটি নেতা হিসেবেও পরিচিত। সিলেটের লুৎফুর রহমান যুক্তরাজ্যের টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন। সিলেটের রোশনারা আলী বৃটেনে মূল ধারার রাজনীতিতে সক্রিয়। তিনি লেবার পার্টির এমপি ও শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার ছিলেন। যদিও কিছুদিন আগে এ পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। নানা আন্তর্জাতিক ফোরামে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন সিলেটের আনোয়ার চৌধুরী। তিনি বর্তমানে পেরুর রাষ্ট্রদূত। বিশ্লেষকরা বলছেন, শুধু যুক্তরাজ্য নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পর্যায়ের প্রবাসীদের সাথে সমন্বয় করে দেশের ভাবমূর্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো যায়। নতুন প্রজন্ম দিতে পারে নতুন পথের সন্ধান।